গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

আগস্ট ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২
সময় : সকাল: ০৮.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৪ আগস্ট '২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
আগস্ট'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">দপ্তর/সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জুলাই'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">আগস্ট'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="4">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্য মাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত</th><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০২</td><td>০৫</td><td>০৭</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>০৭</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১১</td><td>০২</td><td>১৩</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৩</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৩৩</td><td>০৮</td><td>৪১</td><td>-</td><td>০৬</td><td>-</td><td>০৬</td><td>৩৫</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৬</td><td>-</td><td>৬১</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>০৬</td><td>৫৫</td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, আগস্ট'২২ মাসে ৫টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে পুনঃতদন্তের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৫টি মামলার অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে। বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে বিভাগীয় মামলা দায়েরের নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td>বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td></td><td>সওজ অধিদপ্তর:
সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই। অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ</td></tr>
<tr><td></td><td>বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জুলাই ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। ১টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি এবং ২টি বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১২টি। উক্ত ১২টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে আদালতে ১টি ও দুদকে ৬টি মামলা চলমান থাকায় চূড়ান্ত আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। ১টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে (উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযুক্তকে অন্য একটি বিভাগীয় মামলায় চাকুরী হতে বরখাস্ত দন্ড প্রদান করা হয়েছে)। ৩টি বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ১টি বিভাগীয়</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান জুলাই'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৩টি। আগস্ট'২২ মাসে ৮টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৫টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **জুলাই'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	জুলাই, মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	আগস্ট'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৬৪	০	৩৮৬৪	০	০	০	৩৮৬৪
বিআরটিএ	২৮৭	৪	২৯১	১	১	০	২৯০
বিআরটিসি	৯৪	১	৯৫	২	০	২	৯৩
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪২৪৯	৫	৪২৫৪	৩	১	২	৪২৫১

(ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে ব্যক্তি মালিকানার নামে আদালত কর্তৃক প্রদানকৃত রায়ের কপি উত্তোলনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। আদলত হতে মামলার ডকুমেন্টস উত্তোলনের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট মালিকের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। জায়গাটি উদ্ধারে সকল ধরণের আইনি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের জন্য বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট মালিকের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং অবৈদ দখল উচ্ছেদে সকল ধরণের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
(খ) শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১(এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার কারণে সৃষ্ট ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলাটি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে শুনানীর কার্যতালিকায় আছে এবং প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। আইনজীবীর সাথে যোগাযোগসহ তৎপরতা অব্যাহত রাখা এবং ১(এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি কিভাবে দাবী করা হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(খ) প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগসহ তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ১ (এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা কিভাবে দাবী করা হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
(গ) উপসচিব (আইন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের জন্য জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উক্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় বিষয়টি সিলিসিটর উইং-এ প্রক্রিয়াধীন আছে। সংশ্লিষ্ট উইং এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(গ) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সলিসিটর উইং এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
(ঘ) সভায় উল্লেখ করা হয় যে, অনেক সময় আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে আদালত নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিষ্পত্তির উদ্যোগ না নিয়ে অনেক সময় আদালতে অপীল করা হয়, যা সঠিক নয়। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বাদীর দাবী যৌক্তিক কিনা তা যাচাই-বছাই করে যৌক্তিক হলে দাবী অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধ করা, যৌক্তিক না হলে পরিশোধ না করা। উক্ত পদক্ষেপের বিষয়টি আদালতকে অবহিত করা হলেই মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে যায় মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	(ঘ) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করে যথাসময়ে আদালতকে অবহিত করতে হবে।	
(ঙ) উপসচিব (আইন) জানান, ১০০টি কনটেম্পট মামলার তালিকা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯২টি, বিআরটিএ'র ৪টি, বিআরটিসি'র ৩টি এবং ডিটিসিএ'র ১টি। কনটেম্পট ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো পর্যালোচনার জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে দ্রুত একটি সভা আহবানের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ঙ) কনটেম্পট ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো পর্যালোচনার জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহবান করতে হবে।	
সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তর জানান, আগস্ট'২২ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি এবং রুজু না হওয়ায় সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৮৬৪ টি। মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৩৮৬৪ টি মামলার মধ্যে হতে গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি মামলা বাছাই করে তা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	সওজ/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে। এ বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম জোনের জন্য ১ জন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে তবে তিনি যোগদান করেনি। কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত যোগদান করার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন।	(ক) (২) গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি মামলা বাছাই করে সেগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম জোনে পদায়নকৃত কর্মকর্তাকে যোগদানের জন্য তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র জুলাই'২২ পর্যন্ত মামলা ছিল ২৮৭ টি। আগস্ট'২২ মাসে ৪টি মামলা রুজু ও ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৯০টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্ঘটনা কবলিত শিশুকে বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিল হতে ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টি আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতকে অবহিত করা হয়েছে। উক্ত অর্থ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ হতে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে এ বিভাগ হতে চাহিত ৫০ কোটি টাকা অনুদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অনুরোধ জানান।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে এ বিভাগ হতে চাহিত ৫০ কোটি টাকা অনুদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন/ বিআরাটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, আগস্ট'২২ মাসে ১টি মামলা রুজু ও ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ছিল ৯৩টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ' জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার মধ্যে ০১টি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন ও অপর মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ জবাব আদালতে দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কনটেম্পট মামলাটির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৪৪	১১৬৫	৫৫৬৯	৬১০	-	৭৩৪৪	১৯	৭৩২৫
বিআরটিসি	১২১৮	১৭১	৯৫৬	৯১	-	১২১৮	৬	১২১২
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	৬	০৪	২	-	-	০৬	-	০৬
মোট	৮৯৪৪	১৪৭৯	৬৭৬৩	৭০২	-	৮৯৪৪	২৫	৮৯১৯

অডিট শাখার তথ্য অনুযায়ী জুলাই'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৯৪৪টি। আগস্ট'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ২৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৯১৯টি।

উপসচিব (অডিট) জানান- (ক) দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। চলতি মাসে ২টি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১টি সম্পন্ন হয়েছে। কার্যবিরণী সহসাই অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান এবং সকল কর্মকর্তাদের অবগত করেন যে, ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী সভা অনুষ্ঠানের দিন প্রস্তুত করে তা দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করে ১জন কর্মকর্তাকে অডিট অধিদপ্তরে সংযুক্ত করে দিতে হবে এবং কার্যবিবরণী নথিতে উপস্থাপন পার্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করবেন। এছাড়া, প্রতিমাসে অন্তত ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী সভা অনুষ্ঠানের দিনের মধ্যে প্রস্তুত করে তা দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নথিতে উপস্থাপন পর্যন্ত ১ জন কর্মকর্তাকে অডিট অধিদপ্তরে সংযুক্ত করে দিতে হবে। (ক) (২) প্রতিমাসে অন্তত ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বদলীর সময় পরবর্তী অফিসারকে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাকে অবমুক্ত না করার বিষয় সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে একটি পত্র/প্রজ্ঞাপন জারি করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রতিটা সড়ক বিভাগ/সার্কেল/ডিপোতে কতগুলো অডিট অপত্তি রয়েছে তার তথ্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ আগামী সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভঅয় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, কোন জোনে কতটি অডিট আপত্তি রয়েছে এবং প্রতি মাসে অডিট অপত্তির বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জোন প্রধানগণ প্রধান প্রকৌশলী বরাবর রিপোর্ট প্রদান করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অডিট অধিদপ্তরের কর্মকতর্দাদের নিয়ে ১ দিনের কর্মশালার আয়োজন করার বিষয় সভায় মত প্রকাশ করা হয়। সওজ অধিদপ্তরের বিপুর সংখ্যাক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সভাকে অবিহত করলে নিয়মের মধ্যে সুযোগ থাকলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে মর্মে সভাপতি সম্মতি প্রদান করেন।	(খ) (১) অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বদলীর সময় পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অফিসারকে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাকে অবমুক্ত করা যাবে না। এ বিষয়ে নির্দেশনা সংক্রান্ত পত্র/প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট অডিট শাখা হতে জারি করবে।	উপসচিব (অডিট)
		(খ) (২) প্রতিটা সড়ক বিভাগ/সার্কেল/ডিপোতে কতগুলো অডিট আপত্তি এবং তার নিষ্পত্তির বিষয়ে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	
		(খ) (৩) প্রতি মাসে অডিট অপত্তির বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জোন প্রধানগণ প্রধান প্রকৌশলী বরাবর রিপোর্ট দাখিল করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
		(খ) (৪) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ১ দিনের কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	
		(খ) (৫) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুযোগ থাকলে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের আইনগত দিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।	
	(গ) জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল, উপসচিব জানান, অডিট অপত্তি ব্যবস্থাপনা ১টি সফটওয়্যার রয়েছে। কোনে সড়ক বিভাগে কতগুলো এবং কি ধরণের অডিট অপত্তি রয়েছে তার তথ্য এখান থেকে জানা সম্ভব কিন্তু প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে আপডেট না দেয়ায় সফটওয়্যারটির কার্যকারিতা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে সঠিক তথ্যও এখন জানা সম্ভব হচ্ছেনা। সফটওয়্যারটি দ্রুত আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য সংস্থা প্রধানদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) প্রতিটা সড়ক বিভাগ অডিট সফটওয়্যারে অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রতিনিয়ত আপডেট করবে এবং বিষয়টি সংস্থা প্রধানগণ নিশ্চিত করবেন।	
	(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, ২৯.০২.২০২২ ও ৩১.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৩.০৯.২০২২ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৪টি অপত্তির নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সঠিক জবাব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) ২৯.০২.২০২২ ও ৩১.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়নে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পিএ কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য সঠিক জবাব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঙ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে।	(ঙ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তির অবলোপন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে যাচাই-বছাই সম্পন্ন করে সুপারিশ দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	(চ) কোম্পানী সচিব (ডিএমটিসিএল) জানান, ৩৩টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে।	(চ) ডিএমটিসিএল এর ৩৩টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোর ১৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিআরটিসি হতে কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (জ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, প্রেষণে পদায়নকৃত পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) এর প্রেষণে বদলীর আদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে।	(ছ) ১৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। (জ) পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:** **ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** (১) সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখার প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের (জনাব খালেকুজ্জামান) অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অডিট আপত্তিটি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, আগস্ট ২০২২ মাসের পেন্ডিং ২৮টি পেনশন কেইসের মধ্যে ১টি পেনশন নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে ২৭টি পেনশন কেইস সাময়িক পেন্ডিং রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অডিট না হওয়ায় এবং ২৫টি অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় পেন্ডিং রয়েছে। উপসচিব (অডিট) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি মাসে সংশ্লিষ্ট ১ জন কর্মকর্তা'র আপত্তির উপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে। (২) স্থগিত থাকা ০৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদন পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের এ সংক্রান্ত কমিটির সভা ১৩.০৯.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থগিত থাকা পেনশন কেইস নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, আগস্ট ২০২২ মাসে ৯ম ও তদ্ধূর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ২টি পেনশন কেইসের আবেদন পাওয়ায় এবং ৪টি পেনশন কেইস পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১০টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ৮টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আগস্ট' ২০২২ মাসে ৯,৭০,৩৩৩ (নয় লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির	চেয়ারম্যান,

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
(সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		২৪	৪	২৮	১	২৭	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১২	২	১৪	৪	১০	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	৮	৮	৮	-	
বিআরটিসি		২৪৯	১	২৫০	১ (আংশিক-৪)	২৪৯	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮৬	১৫	৩০১	১৪	২৮৭	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, ২০২২ এর ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭.০১.২০২২ তারিখে ভেটিং প্রদান করা হয়েছে। খসড়ায় অর্থের সংশ্লেষ থাকায় গত ২৪.০২.২০২২ এবং ২য় দফায় গত ২৯.০৬.২০২২২ তারিখ কতিপয় তথ্য প্রদানের জন্য এ বিভাগকে অনুরোধ করে। চাহিদা অনুযায়ী গত ১৬.০৮.২০২২ তারিখে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে নথি উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপসচিব (বিআরটিএ)-কে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে নথি উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/উপসচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত খসড়া "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিধিমালা-২০২২" এর ওপর অর্থ বিভাগের বেশ কিছু মতামত/পর্যবেক্ষণের বিষয়টি গভীরভাবে পার্যালোচনা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে নিয়ে বিধিমালার বিষয়গুলো ভাল করে পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এজেন্ডাটি আপাতত সমন্বয় সভার আলোচনা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	অর্থ বিভাগের মতামতের আলোকে "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিধিমালা-২০২২" গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় মতামত প্রদান করতে হবে এবং এজেন্ডাটি আপাতত সমন্বয় সভার আলোচনা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন) উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)/উপ সচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (ঢাকা বিআরটি), জানান, খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এর ওপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত উক্ত বিধিমালাটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে গত ০৮.০৯.২০২২ তারিখে আপলোড করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা আপলোডকৃত সময়ের ২১ দিনের মধ্যে জনসাধারণের মতামত/মন্তব্য প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়ার ওপর জনসাধারণের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/উপসচিব (বিআরটি)
	ঘ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, ''মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২'' এর খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কনসালটেন্ট এর পাশাপাশি সওজ এর অবসর প্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ২টি সভা হয়েছে। চলতি মাসে আরো ১টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ সময়ের মধ্যে 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঙ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিদ্যমান টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গঠিত কমিটিকে টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	চ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, খসড়া আইনটির ওপর গত ২৭.০৩.২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিটিসিএ হতে গত ২৮/০৪/২০২২ তারিখে আইনটি সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাজউক ও বিআরটিসি মতামত প্রদান করেছে এবং ডিএমপি মতামত প্রেরণ করবে মর্মে পত্র মারফত জানিয়েছে। ইতোমধ্যে ৩১.০৫.২০২২ তারিখে ডিটিসিএ'তে এ সংক্রান্ত একটি অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ বরাবর মতামতের জন্য আইনটি পুনরায় প্রেরণ করা হবে। প্রাপ্ত মতামত সমূহের ভিত্তিতে একটি অংশীজন সভা শীঘ্রই আয়োজন করা হবে।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই অংশীজন সভার আয়োজন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ছ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর ৫টি সংস্থার মতামত পাওয়া গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডারের মতামত না পওয়ায় পুনরায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরেরর কোনো মতামত নেই মর্মে জানিয়েছে। সওজ হতে পুনরায় মতামত এবং খসড়া আইনটির ওপর একটি সভা আয়োজনের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত একটি সভা আয়োজন করতে হবে এবং সওজ অধিদপ্তরের কাছে পুনরায় মতামত চাইতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩.০৯.২০২২ তারিখে সভা আহবান করা হয়েছে। গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/ উপসচিব টোল ও এক্সেল)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রতিটা সড়ক বিভাগে কতগুলো নামজারি হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করনে। (খ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে একটি ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয্যারে সওজ এর সম্পত্তির তথ্য অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে তথ্য আপডেট করার সুযোগ থাকলেও হালনাগদ তথ্য আপডেট করা হচ্ছে না। সভাপতি সকল সড়ক বিভাগের তথ্য আপডেট করার নির্দেশনা দেন এবং আগামী সভায় কোন কোন সড়ক বিভাগের তথ্য আপডেট রয়েছে তার তালিকা উপস্থাপন করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) প্রতিটা সড়ক বিভাগে কতগুলো নামজারি হয়েছে তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার আপডেট করার জন্য সড়ক সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দিতে হবে এবং কোন কোন সড়ক বিভাগের তথ্য আপডেট রয়েছে তার তালিকা উপস্থাপন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে আগস্ট ২০২২ মাসে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট সড়ক বিভাগের আওতায় বিভিন্ন মহাসড়ক ও সওজ এর বিভিন্ন জায়গা হতে প্রায় ১১৪৯টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১১৮.৬ কোটি টাকা। (খ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (এডিপি) জানান, আমিন বাজার - হেমায়েতপুর মহাসড়কের পাশে এবং ব্রীজের স্লপে ময়লা ফেলে স্তুত করা হচ্ছে। ফলে সড়কের প্রশস্থকরণে কাজ বিঘ্ন এবং পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। কারা এবং কোথাকার ময়লা ফেলা হচ্ছে তা তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণসহ যোগাযোগ করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) ময়মনসিংহের, হালুয়াঘাট উপজেলায় সওজ অধিদপ্তরের ভূমি উদ্ধারের সময় অনাকাংখিত ঘটনার সাথে কারা দায়ী এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জানাব মোঃ মনিরুল আলম, উপসচিবকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আমিন বাজার - হেমায়েতপুর মহাসড়কের পাশে এবং ব্রীজের স্লপে কারা এবং কোথাকার ময়লা ফেলা হচ্ছে তা তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় সওজ অধিদপ্তরের ভূমি উদ্ধারের সময় অনাকাংখিত ঘটনার সাথে কারা দায়ী এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা সরেজমিন তদন্তপূর্বক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) মোঃ মনিরুল আলম, উপসচিব (বিআরটিএ)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সওজ অধিদপ্তরের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার পর তা দখলে রাখা খুবই জরুরি মর্মে সভাপতি জানান। এজন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপন করে দখলে রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, আগস্ট ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ২১৯টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	(১) ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		রাখতে হবে। (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর ভাঙ্গা অংশের ইন্টার-সেকশনে স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে আগস্ট/২০২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৩টি অভিযানে ১৩৬টি মামলায় ৩,৬২,৭০০ (তিন লক্ষ বাষট্রি হাজার সাতশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ১৯৮৬টি মামলার মাধ্যমে ৭০,১৩,২০০ (সত্তর লক্ষ তের হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩৩(তেত্রিশ)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১১(এগার) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) (১) জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিআরটিএ'র জেলা সার্কেলসমূহে নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। আগস্ট ২০২২ মাসে ২,৩১৩টি মামলায় ৩৫,৪৯,২৭৫ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অফিসার প্রধান তথ্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। এছাড়া বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেল ও সকল পত্রিকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য প্রেস রিলিজ আকরে প্রদান করা হয়। (গ) সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি(আরটিসি) এর সভা আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গনমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) সড়ক দুর্ঘটনা ও শৃঙ্খলা আনায়নে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভা (আরটিসি) নিয়মিত আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার
১১.	**বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আগস্ট ২০২২ মাসে ২টি বিআরটিসি বাসে অভিযান পরিচালনা করে মোট ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। (খ) বিআরটিসি হতে জানানো হয়েছে, বিআরটিসি বাসে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়ার চার্ট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বাসে যাত্রীদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া না নেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবা কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিসি সকল বাসে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়ার চার্ট স্থাপন করতে হবে এবং অতিরিক্ত ভাড়া যাতে কেউ আদায় করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৩৮টি এবং এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ৪টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত ৪২টি অভিযোগের মধ্যে ৩৭টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২টি রুটে পরিচালিত "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে এবং ০৬টি রুটে "আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপসটি চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিষয়টি অবহিত করতে প্রচার/প্রচারনা চালাতে হবে।	(ক) (১) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারনা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেমআপগ্রেডেশনের কাজ চলমান রয়েছে, যা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়নের জন্য মডিউল তৈরীর কাজ শুরু করা হবে। আশা করা যায়, সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসের মধ্যেই যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, a2i প্রকল্পের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট আইসিটি কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম গতিশীল করার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৩.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ও অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় আগামী সমন্বয় সভা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশানা দেয়া হয়।	বিশেষ গুরুত্বের সাথে ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	খ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, (১) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের দরপত্র মূল্যায়ন প্রস্তাব গত ০৩.০৮.২০২২ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের দরপত্র মূল্যায়ন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	
	(২) সাসেক-২ প্রকল্পের টোল প্লাজা নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(৩) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের সেবার মূল্যের হার নির্ধারণ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সুপারিশের আলোকে অনুমোদনের পর জারি করা হয়েছে। বাস্তবায়িত হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	(৩) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	
	(৪) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ে নতুন ইজারাদার নিয়োগের পর পূর্বের থেকে টোল আদায়ের পরিমান (১৫ দিন আগের ও ১৫ দিন পরের) প্রায় ২৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা কম হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন। পূর্বের তুলনায় কম আদায়ের কোনো সুযোগ নেই মর্মে সভাপতি জানান।	(৪) নতুন ইজারাদার নিয়োগের পর মেঘনা-গোমতী টোল আদায়ের পরিমান কমে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(৫) জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, সভাকে অবহিত করেন, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের	(৫) ইজারাদার কর্তৃক	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	হাতে টোল আদায় করা হয়। সেতুর পশ্চিম প্রান্তে টোল ঘরের জন্য একটি বিশাল আকৃতির গেইটের মত তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। ইজারাদার কর্তৃক মহাসড়কের ওপর টোল আদায়ের ফলে যানজট সৃষ্টি হয় ফলে সাধারণ মানুষ/রোগী ভোগান্তিতে পড়েন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের কাছ থেকে জেনে বিস্তারিত আগামী সমন্বয় সভাকে অবহিত করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেনে।	সেতুর টোল আদায়ের বষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের কাছ থেকে জেনে বিস্তারিত আগামী সমন্বয় সভায় অবহিত করতে হবে।	
	গ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) টোল ও এক্সেল শাখা হতে জানানো হয়েছে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি সেতুর আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, আইটি অডিটের VAPT এর কাজ চলমান রয়েছে। বিসিসি (BCC) থেকে VAPT রিপোর্ট পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ আইটি অডিট রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি সেতুর আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) বিআরটিএ'র আইটি অডিট প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ঘ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: (ক) সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট জানান, গত ১৬.০৮.২০২২ তারিখ মেঘনা-গোমতী সেতু এবং গত ০৬.০৯.২০২২ তারিখ শহীদ ময়েজউদ্দিন (ঘোড়াশাল) সেতুর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী ৩ মাস পাইলটিং কার্যক্রম চলবে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সফটওয়্যারটি বুঝে নেয়া হবে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) মেঘনা-গোমতী সেতু পাইলটিং শেষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে সফটওয়্যার বুঝে নিতে হবে। (খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঙ. প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, প্রকল্প পরীবিক্ষণ অ্যাপসটি ব্যবহারের জন্য সওজ এর ৫টি অফিসে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জোনগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প পরীক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসটি ওয়েব ভার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির ডেমোর টেকনিক্যাল বিষয়ে এ বিভাগ এবং সওজ এর আইসিটি কর্মকর্তাদের নিয়ে বিস্তারিতভাবে পার্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এ বিভাগ ও সওজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অ্যাপসটির বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন।	পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জোনগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এ বিভাগ ও সওজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অ্যাপসটির বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জানালার গ্লাস লাগানো কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশা করা যায় আগামী সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ৫টি ফ্লোর ডিটিসিএকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ৫টি ফ্লোর ডিটিসিএকে বুঝিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ছ. মোট্রেরেলের ভাড়া, উদ্বোধন, MRT Pass/Rapid Pass কার্ড সংক্রান্ত: (ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, ইতোমধ্যে ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি সকল সুধি সমাজ, সাধারণ মানুষ ভালভাবে গ্রহণ করেছে। তেমন কোনো বিরুপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ভাড়া রেয়াতের বিষয়ে তিনি জানান Smart Card ব্যাবহার কারীদের ১০% রেয়াত দেয়ার বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তবর্গের প্রতিটি single tripe এর জন্য বিশেষ রেয়াতের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শিঘ্রই এ বিষয়টি স্পীষ্টীকরণ করা হবে। (খ) সভাপতি আগামী ডিসেম্বর'২২ মাসে উদ্বোধনের প্রস্তুতি জানতে চাইলে এমডি মহোদয় জানান, প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে, প্রতিদিন এক একটি আইটেমের টেস্ট হচ্ছে। এখন পর্যন্ত যেগুলো করা হয়েছে তাতে ভাল রিপোর্ট পাওয়া গেছে। আপাতত কোনো সমস্যা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উদ্বোধন করবেন তার প্ল্যান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। শিঘ্রই খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (গ) মোট্রেরেলের ভাড়া পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত MRT Pass/Rapid Pass কার্ড এর ব্যবাহার ও সুবিধাদি জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল এবং নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএকে অনুরোধ করেন।	(ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তবর্গের প্রতিটি single tripe এর জন্য বিশেষ রেয়াতের বিষয়টি স্পীষ্টীকরণ করতে হবে। (খ) MRT Line-6 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উদ্বোধন করবেন তার খসড়া প্ল্যান প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) MRT Pass/Rapid Pass কার্ড এর ব্যবাহার ও সুবিধাদি জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জ. প্রিন্ট হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ: প্রিন্ট হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ বিষয়ে সভাপতি জানতে জাইলে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড প্রিন্ট করে বিতরণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জনগণকে ভোগান্তি না দিয়ে কিভাবে এগুলো স্বল্প সময়ে বিতরণ করা যায় সে বিষয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বিআরটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে বসে একটি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড বিতরণের দিন, তারিখ সময় উল্লেখপূর্বক তা জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের জন্যও চেয়ারম্যান, বিআরটিকে সভাপতি অনুরোধ করেন।	(১) প্রিন্ট হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড বিতরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিআরটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। (২) ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড বিতরণের দিন, তারিখ সময় উল্লেখপূর্বক তা জাতীয় পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঝ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (১) বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট ছোট মোটরযান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। (২) মোটরসাইকেল ক্রয় এবং মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা জন্য গত ০৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে সভাপতি বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (BMAMA) এর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করা এবং বিক্রয় না করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র জরুরি বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করা হয়েছে।	(১) মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মোটরসাইকেল ক্রয় এবং মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রচারনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ছ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি ভুলক্রমে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড হয়েছে। বর্তমানে রেলওয়ের অবৈধ দখলে রয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য গত ১১.০৮. ২০২২ তারিখে এসিল্যান্ড অফিসে কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। এসিল্যন্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, জায়গাটি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধারের জন্য রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) জায়গাটি উদ্ধারে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	জ. BRT প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার চালু ও যানজট নিরসন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান, টঙ্গী ফ্লাইওভার খুলে দেয়ার বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে আলাপ হয়েছে। পুলিশ জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন। ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলেই ফ্লাইওভারটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে। সভাপতি মহোদয় জানান পুলিশের সাথে আলাপ হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স নিয়ে দ্রুত ফ্লাইওভারটি চালু করতে হবে।	পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে টঙ্গী ফ্লাইওভার চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি
	ঝ. আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মোটরযান নিবন্ধনের সময় বাধ্যতামূলকভাবে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগের জন্য প্রযোজ্য ফি নির্ধারিত ব্যাংকে পূর্বেই জমা প্রদান করতে হয়। এরপর এগুলো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ লিঃ এর গাজীপুরস্থ ফ্যাক্টরীতে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নম্বরপ্লেট প্রস্তুতের পর রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সেট স্ব-স্ব রেজিস্টারিং অথরিটিতে তথা সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়। আরএফআইডি ট্যাগ মোটরযানের সংযোজনের সময় নির্দিষ্ট ডিভাইস ব্যবহার করে ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন করে আরএফআইডি ট্যাগ সচল (active) করা হয়। বিআরটিএ ও বিএমটিএফ লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতপূর্বক সার্কেল অফিসে প্রেরণ,	টোল প্লাজায় আগত গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইসিটি ইউনিটের কর্মকর্তা এবং বিআরটিএ'র কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ব্যবহার করে ডাটাবেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন করে আরএফআইডি সচল (active) করার বিষয়গুলো জড়িত বিধায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ'র উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় আরএফআইডি ট্যাগ সংযুক্ত করার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্তের বিষয়টি চুক্তি সংশোধনসহ অন্যান্য কারিগরি জটিলতার বিষয়াদি অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আইসিটি উইং এর প্রতিনিধিসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য বিআরটিএ শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ঞ. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসিচব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) শাখার প্রতিনিধি জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি সিদ্ধান্ত দীর্ঘ দিন অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ২টি আন্তজার্তিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিট শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বারন্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্ব ও প্রশিক্ষণ)
	ঠ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	ঠ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১৪.০৮.২০২২ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উক্ত মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নের ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু করতে হবে মর্মে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করেন।	ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নে করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে ২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	খ. ৪ টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩০ আগস্ট'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৯,৯১৮(উনত্রিশ হাজার নয়শত আঠার)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার বিভাগকে ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ প্রদান এবং খসড়া বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ সমন্বয় আইন, ২০২২ প্রণয়নের কাজ ত্বারম্বিত করতে হবে এবং আগামী বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	বিবিধ নির্দেশনা: **সওজ অধিদপ্তর** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।	ক-ঘ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) মধুমতি সেতু (কালনা সেতু), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজির ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বেকুটিয়া সেতু), এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এট-গ্রেডে হবে নাকি ইলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবিচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সবোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে প্রায় ২ কিঃমিঃ মিসিং লিংক এর DPP প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। টেকসই সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কিছু নতুন Technology ব্যবহার করতে হবে বিধায় BUET কে অন্তর্ভূক্ত করে DPP প্রণয়ন করা হবে। (ঙ) বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কে মোট ২৭টি বেইলী ব্রীজ রয়েছে। গত অর্থবছরে PMP Bridge Culvert কর্মসূচীর আওতায় ১১টির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি বেইলী ব্রীজ এর কাজ চলমান এবং ৬টি এর Evaluation প্রক্রিয়াধীন। চলতি অর্থবছরে আরও ১০টি বেইলী ব্রীজ PMP Bridge Culvert কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ সড়কের অবশিষ্ট ৬টি বেইলী ব্রীজসহ চট্টগ্রাম জোনের অন্যান্য সড়কের মোট ৯৫টি বেইলী ব্রীজ পূনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং কর্তৃক Physibility Study সম্পন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, (১) বান্দরবান-চিম্বুক-থানচি সড়ক এবং (২) Y-জংশন-রুমা সড়ক দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সড়কসমূহেও ৬৩টি বেইলী ব্রীজ রয়েছে। (চ) বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজির ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বেকুটিয়া সেতু) গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। মধুমতি সেতু (কালনা সেতু) ও ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু উদ্বোধরনের সম্মতি দিয়েছেন। তারিখ নির্ধারিত হলেই উদ্বোধন করা হবে। (ছ) খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণের জন্য একটি DPP প্রণয়ন করা হয়। উক্ত DPP-টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক DPP রিকাস্ট করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীতকরণসহ দু'দিকে সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্ব ও দীর্ঘ হওয়া রোধকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কাজ পরিদর্শনের জন্য এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঞ) এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক,	মনিটরিং টীম প্রধান (সকল) ও মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা:** • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে।		
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা " সংক্রান্তে বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: • BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (DCTB) এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিলিং (পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা) বৃদ্ধিসহ নিয়মিত DCTB বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। DCTB কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন শেষে Online এ প্রকাশ করা হয়। যে কারণে পরের দিনই আবেদনকারীগণ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল করা যায়। • ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেমে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ প্রেরণ করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স সার্কেলে রিসিভ হওয়ার সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ পৌঁছে যায় ফলে গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কোনও সমস্যা হয় না। • দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ১৪৭ টি ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হয়েছে। • ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে ৭২৪ টি ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। • সরকার কর্তৃক "Skill for Employment and Investment Program" (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) লক্ষ অভিজ্ঞ পেশাদার ড্রাইভার তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করছে। (খ) (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র পাশাপাশি সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) (২) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬২,৯০০জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (খ) (৩) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সে জন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দুর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শোনা ইত্যাদি বন্ধ করা। ওভার স্পীডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	হয়েছে। স্বল্প দূরত্বে বাস মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮,৯৮৭টি মামলার মাধ্যমে ৩,৯৩.৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ২৩৮জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.৬৭ লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৬/১২/২০২১ তারিখে ২১ নং রুটের ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা শুরু করা হয়। উক্ত সেবায় প্রাথমিকভাবে বিআরটিসির ৩০টি দ্বিতল বাস, ট্রান্স সিলভা পরিবহনের ২০টি বাসসহ মোট ৫০টি বাস চলাচল করছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্লাস্টার (৯টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের), ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এর মাঝে সবুজ ক্লাস্টারে বর্তমানে চলমান মোট ৫৪টি রুটকে সমন্বয় করে ৮টি রুটে পরিণত করা হয়েছে যাদের রুট নং ২১ হতে ২৮। এর মাঝে ২১ নং রুটটি বর্তমানে পাইলট রুট হিসেবে চলছে। পরবর্তীতে, ২২ নং রুটে ৫০টি বাস, ২৩ নং রুটে ১০০টি বাস এবং ২৬ নং রুটে বিআরটিসি'র ৫০টি বাস চলাচল করবে মর্মে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ১৩/১০/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক ২২ ও ২৬ নং রুটে পাইলটিং উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭০টি বাস স্টপেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪টি বাস ডিপো-টার্মিনাল ও ১টি লে-ওভার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান- (১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (২) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর নিমিত্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপচয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা এককালীন ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে গত ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক	(১) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিভাগ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল এবং প্রকল্প পরিচালক, এমআরটি লাইন-৬ অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করেন এবং উক্ত অর্থ ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। (৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানী লিমিটেড জানান, বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(স্বাক্ষরিত)
২৭/০৯/২০২২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৩৭৯

তারিখঃ ১২ আশ্বিন ১৪২৯
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৭/৯/২২
(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব